151

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম

জোর করে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা ঃ ১ জন গ্রেফতার

প্রকৌশল ভার্সিটিতে বোমাবাজি ঃ গুলি ঃ ৯টি গাড়ি ভস্মীভূত

।। বুয়েট সংবাদদাতা ।।

জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের সময় এক তরুণকে আটক করে পুলিশে দেয়ায় একটি ছাত্র সংগঠনের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা গতকাল প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গুলি, বোমাবাজি, ভাঙ্চুর ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া নয়টি গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। সশস্ত্র তরুণদের হাতে অপদস্ত হন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক। আর এসব ঘটনা সংঘটিত হয় পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের চোখের সামনে।

জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভি-যোগে ধৃত তরুণের নাম গোলাম রব্বানী ববি। ববি ছাত্রলীগের (শা-অ) একজন সক্রিয় কর্মী। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী ঘটনার বিবরণ ঃ

গত শুক্রবার কয়েকজন তরুণ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন একটি ভবনের সামনের এসে ঠিকাদরকে খোঁজ করে। ঠিকাদার গোলাম রব্বানী এ সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তরুণরা নিজেদের ঢাকা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রকৌশল ভার্সিটিতে বোমাবাজি

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র বলে পরিচয় দেয় এবং ঠিকাদারকে না পেয়ে তার ইয়ামাহা মোটর সাইকেলটি নিয়ে চলে যায়। ঠিকাদার জনাব গোলাম রব্বানী এ ব্যাপারে শুক্রবার সন্ধ্যায় রমনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গতকাল দুপুরে এই যুবকরা মোটর সাইকেলটি নিয়ে আবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে এবং ঠিকাদার গোলাম রব্বানীর কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে। এ সময় ঠিকাদার প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষীদের সহায়তায় ববি নামক যুবককে আটক করে। বাকীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ববিকে রমনা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

এ ঘটনার খবর পাওয়ার পর দুপুর তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল থেকে ২০/২৫ জন যুবক পিস্তল, স্টেনগান, কাটা রাইফেল ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। যুবকরা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে এবং বেশকয়েকটি বোমা ফাটায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ সময় আতংকের সৃষ্টি হয়। কয়েকজন যুবক ই এম ই ভবন, প্রকৌশল ভবন ও পুরাতন একা-ডেমিক ভবনের সামনে পার্কিং করা গাড়ীতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে ৮টি গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। এর মধ্যে ৫টি গাড়ি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। অগ্নিসংযোগের সময় কয়েকজন শিক্ষক বাধা দিতে গেলে সশস্ত্র তরুণরা তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং কয়েকজনকে অপদস্ত করে। সশস্ত্র তরুণরা কয়েকজন শিক্ষকের কাছ থেকে টাকাও ছিনতাই করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রায় আধ ঘন্টা ধরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব ঘটনা চলাকালে পলাশীর মোড় ও সলিমুল্লাহ হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সশস্ত্র তরুণরা পরে ফুলার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে আরও একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভস্মীভূত আটটি গাড়ির নম্বর হচ্ছে ঃ ঢাকা মেট্রো-ভ-৭৭৭৫, ঢাকা -ঘ-২৬৩, ঢাকা-ঘ-৪৭, ঢাকা মেট্রো-ক-০২-২৭৩৪, ঢাকা-ঘ-৫৯৮৩, ঢাকা-মেট্রো-০৩-২৩৬২, ঢাকা-ঘ-৮৮৩২ ও ঢাকা-মেট্রো-এ-৬৬৬৩)।

ছাত্রলীগের (শা-অ) সমাবেশ

ববিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (শা-অ) গতকাল সন্ধ্যায় টিএসসিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ,পরে টিএসসির সড়ক দ্বীপের সামনে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতা কাম-রুজ্জামান আনসারী ববির মুক্তি দাবী করে বক্তৃতা করেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গতকালের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, চাঁদা আদায়ের চেষ্টার সময় ধৃত ববিকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করার পর সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে সশস্ত্র যুবকরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। যুবকরা ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়ে যে, এসব ঘটনা চলার সময় সলিমুল্লাহ হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পুলিশকে বারবার তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি বলে এতে অভিযোগ করা হয়।

গতকাল চাঁদা আদায় নিয়ে বুয়েট ক্যাম্পাসে সংঘটিত গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক অরূপ রতন চৌধুরী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা বিগত কিছুদিনের সন্ত্রাসী ঘটনায় সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নীরবতার সমালোচনা করেন। তারা দেশের একমাত্র সন্ত্রাসবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে বজায় রাখার জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট জোর দাবী জানান।

সলিমুল্লাহ হলে পুলিশ তল্লাশী

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগের পর পুলিশ গতকাল বিকাল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে তল্লাশী চালায়। এ সময় হল প্রাঙ্গণ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪টি পাইপগান ও ১১ রাউন্ড গুলী উদ্ধার করা হয়। তবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।